



উপজেলা পরিক্রমা

ব্রাহ্মণপাড়া

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা), ১৮ মার্চ
 (সংবাদদাতা)।— ১২,৮৯০ কিলোমিটার
 আয়তন বিশিষ্ট ও ১,৪০,১৪৯ জনসংখ্যা
 অধ্যুষিত উপজেলার নাম ব্রাহ্মণপাড়া
 সংক্ষেপে বি.পাড়া। এ উপজেলার
 ইউনিয়ন সংখ্যা ৮টি (সদ্য ঘোষিত
 মালাপাড়া ইউনিয়নসহ), গ্রাম সংখ্যা
 ৮০টি, মোট পরিবার সংখ্যা ২৩,৮০৭টি,
 চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২২,০৯০
 একর, গভীর নলকূপ সংখ্যা ২৪টি,
 হালকা নলকূপ সংখ্যা ২০০টি, খাস
 জমির পরিমাণ ১,২৮৯ একর ও
 উপজেলা পশু চিকিৎসালয় ১টি আছে।

যোগাযোগ
 ব্রাহ্মণপাড়ার প্রধান সংযোগ সড়ক মেজর
 আবদুর গনি সড়ক। যা কুমিল্লা হতে
 মিরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ রাস্তাটি দীর্ঘদিন
 এলাকাবাসীর তীব্র দাবীর মুখেও অদ্যাবধি
 চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠেনি।
 পালপাড়া হতে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা
 সদর পর্যন্ত ইদানীং কিছুসংখ্যক
 নিম্নমানের গাড়ী চালু হলেও তা প্রয়োজন
 তুলনায় অপ্রতুল। বুড়িচং হতে বি.পাড়া
 পর্যন্ত কাঁচা রাস্তায় উচু-নীচু এবং বিভিন্ন
 স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এতে চালক ও
 যাত্রীদের যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়
 ভুক্তভোগী মাত্রই তা অবগত আছেন। এ
 রাস্তার উন্নয়ন ও সংস্কার আশু প্রয়োজন
 এতে সন্দেহ নেই।

চিকিৎসা
 ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় কোন প্রতিষ্ঠিত
 স্বাস্থ্য প্রকল্প নেই। ৭ নং সাহেবাবাদ
 ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের একাংশে এ
 কাজ কোন মতে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে।
 স্থানাভাবে ডাক্তারগণ ঠিকমত বসার
 জায়গা পাচ্ছেন না। প্রতিদিন গড়ে ৪০০
 জন রোগী-রোগিনী হাসপাতালে ভিড়
 জমাচ্ছে। হাসপাতালে নানাবিধ সমস্যা
 বিরাজমান বিধায় রোগীরা যথার্থ চিকিৎসা
 হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষা
 উপজেলা সদর হতে দক্ষিণে সাহেবাবাদ
 কলেজের অবস্থান। আর্থিক সংকটে
 নিপতিত বলে কলেজটি অবস্থা যত্র-তত্র।
 দীর্ঘ ৬ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র
 থাকার পর ১৯৮৫ সালে উপযুক্ত
 পরিবেশ ও বেঠনীর অভাব এবং অন্যান্য
 অজুহাতে শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র
 কেটে দেন। উপজেলার প্রায় শিক্ষা
 প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল ও
 অন্যান্য শিক্ষাপকরণের পরিমাণের
 তুলনায় কম। তৎসহ উপজেলার বিভিন্ন
 অনিয়ম ও শিক্ষকের অভাবের জন্য
 ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।
 উপজেলা সদরে কোন ফাজিল বা কামেল
 মাদ্রাসা নেই। অবশ্য, সাহেবাবাদ একটি
 আলেম মানের মাদ্রাসা রয়েছে। এ
 মাদ্রাসাকে ফাজিল মাদ্রাসায় উন্নীত করার
 দাবী এলাকাবাসীর বহুদিনের।